কালো জোৎস্না

কমল মুখোপাধ্যায়

ই’স তুমি কি বড়ো হয়ে গেছো, তোমাকে আর চেনাই যায় না।’

‘কেন, না-চেনার মতোই কি বদলেছি? তুমিও তো বিরাট বড়ো হয়ে গেছো’।
‘হু, বড়ো না হাতি। নেহাৎ চেহারাটাই যা মায়ের মতো হয়ে গেছে। বাঃ! তোমার টাইটাতো ভারি সুন্দর। স্যুটের সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে কিনেছো--নাকি কেউ প্রেজেন্ট করেছে?’
‘দুর, দুর কে আবার প্রেজেন্ট করবে। নিজের পার্স হাল্‌কা করে কেনা। সেদিন কি খেয়াল হলো কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে পড়লাম। আর ঢুকে পড়েছি কিছু তো একটা কিনতে হবে--তাই--পছন্দ হয়ে গেল কিনে নিলাম। তোমার পছন্দ হয়েছে।’

এরকম কথা চালানো নিজনের পক্ষে বেশিক্ষণ সম্ভব না। এখনও অনেক কম কথা বলে। নিজনের বেশি মানুষ পছন্দ নয়। শুধু যাদের সঙ্গে ওর মনের মিল হয় তাদেরকেই ও ঘিরে থাকতে চায়। আর সেই জন্য ওর বন্ধুর সংখ্যাও সীমিত। কিন্তু মণির কথা আলাদা। যদিও মণি ওকে মামা বলে ডাকে প্রকাশ্যে তবু ও জানে মণি ওকে নাম ধরে ডাকতেই বেশি ভালবাসে। অথচ সত্যিই কি মণির সঙ্গে ওর সে রকম সম্পর্ক। নিজন মণির থেকে বারো/তেরো বছরের বড়ো। চৌখস যুবক। বিদেশী ব্যাঙ্কের জুনিয়ার অফিসার। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। আধুনিক শিক্ষিত এ্যাম্‌বিশাস ইয়ং ম্যান। মণির মাকে ও পাড়ার সুবাদে দিদি বলে। দিদি ওকে খুবই স্নেহের চোখে দেখে। মণির ছোট ভাই বিল্লুকে কিছুদিন ও পড়িয়েছে। আর মণি সবেমাত্র স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে। কতোই বা হবে বয়স বড়জোর ষোল কি সতেরো। অবশ্য ওর চেহারাটাই ওকে অনেকখানি বড়ো করে দিয়েছে। আর বোধহয় সেজন্যই ওর মনটাও বয়সের তুলনায় একটু বেশি ম্যাচিওর্ড। নিজন এতটা চটপটে আর উজ্জ্বল ছিল না কখনও। একটা বিষণ্ণতা ওকে সবসময় ঘিরে থাকতো। যদিও মনের মতো বন্ধু ও আড্ডার বিষয় পেলে ওর মুখে কথার কখনও অভাব ঘটেনি। নিজন একলা ঘরে বসে বসে ভাবে সে আগে বিষণ্ণ ছিল আর এখন নিতান্তই নির্জন। হয়তো নিজন আরো কিছুক্ষণ ভাবতে পারতো ওর ফেলে আসা কৌশোর আর প্রথম যৌবনের নিষ্ঠুর সময়ের কথা। আরো কিছুক্ষণ ও নিরিবিলি বসে থাকতে পছন্দ করতো। কিন্তু মণি এলো চা আর এক প্লেট খাবার নিয়ে। নিজন একটু উদাস চোখে খাবারের দিকে এবং পরে জিজ্ঞাসা নিয়ে মণির দিকে তাকালো। মণি কিন্তু উচ্ছল। বললো--‘খেয়ে নাও চটপট। তারপর ছাদে যাবো। দাণ জ্যোৎস্না আজ দেখেছো।’ নিজন একটা মিষ্টি তুলে মণির মুখে পুরে দিল। তারপর প্লেট থেকে একটা মিষ্টি খেলো। একখানা বিস্কুট আর চা শেষ করে মালে মুখ মুছলো।

ছাদে এখন জ্যোৎস্নার স্বপ্ন। রাত নিবিড়। মণি আর নিজন পাশাপাশি বসলো। অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি কেউ। মণি জিজ্ঞেস করলো ‘কী ভাবছো’।--চমকে উঠলোনিজন। মণির কণ্ঠস্বর মনে হলো যেন ভেসে এলো কোন গভীর অতল থেকে নৈঃশব্দকে বাড়িয়ে দিয়ে। নিজন একটা দীর্ঘ্বাস গোপন করে বললো, ‘কিছু না’। মিথ্যে কথা’-- মণির প্রতিবাদ তীব্র ও দৃঢ় শোনাল। নিজন শুধু চোখে চোখ রেখে বসে রইলো। মণি সেই সময় নিজনের ডান হাতটা তুলে নিলো। নিজের গালে মুখ ঘসতে লাগলো। একটু চুমু খেলো। ‘আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালোবাসো’? নিজন কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ভাল সে নিশ্চিত বাসে মণিকে। কিন্তু কী রূপ সে ভালবাসা সে স্পষ্ট করে জানাতে পারে না। নিজন নির্বাক। মণি বললো, ‘তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারো--এক্ষুণি?’ মণির এ’কথায় নিজন অবাক হলো না। শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো-- না। ‘জানতাম তুমি পারবে না। মাকে আমি বলেই দিয়েছি, তুমি আমাকে বিয়ে করবে না’।

এবার নিজন একটু চঞ্চল হলো। ‘মাকে বলেছো মানে’।

‘হ্যাঁ, মা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তাই।’ গম্ভীর হয়ে বসে রইলো নিজন। ওর বুকের মধ্যে এখন ভয়, অপমান, লজ্জা, অপরাধবোধ একসঙ্গে তোলপাড় করতে লাগলো। এতো বড়ো একটা ব্যাপার যে ওর অজ্ঞাতে ঘটে গেছে একথা ভেবেও নির্বাক হয়ে গেছে। এ কী খেলা ও খেলেছে! অথচ ও তো মানবীকে কথা দিয়েছে। মানবীকে নিয়ে ও অনেক সুখের স্বপ্ন রচনা করেছে। মূহুর্তে সব কিছু বিস্বাদ হয়ে গেল। এই আকাশ, জ্যোৎস্না,মণি,মানবী,নিজনের যৌবন সব যেন মনে হলো ফাঁকি, একটা বিরাট ষড়যন্ত্র সরীসৃপের মতো ওর দিকে তার আগুনের গোলার মতো চোখ নিয়ে এগিয়ে আসছে। সে সম্মোহিতের মতো স্থির হয়ে রইলো। পরে তার ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো উন্মুক্ত আকাশের নিচে।

একটু অস্ফুট শব্দে নিজন ফিরে চাইলো মণির দিকে । জ্যোৎস্নার আলোয় মণির মুখখানা থমথমে। দুই গালের ওপর জ্যোৎস্না পড়ে চিক চিক করে উঠলো। মণি নীরবে বসে আছে আকাশের দিকে মুখ তুলে। সে কি অসহায়তা জানাচ্ছে, নাকি অনুযোগ। মণিকে নিজনের মনে হলো শাপভ্রষ্টা দেবী। স্বর্গের মায়ায় সে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে চায় না। সে যেন পথ হারিয়ে ফিরছে একা বন থেকে বনান্তরে--জানা থেকে অজানায়। নিজন বড়ো অসহায় বোধ করলো। তার মনে হলো মণির পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে। কিন্তু পারলো না। এক সময় সে ছাদের জ্যোৎস্নার স্বপ্নের ভিতরে স্বর্গের দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলো’। সে জানলো যে পূজা সে শু করতে পারে নি তা কখনও শেষ হবে না।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com